নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রধান কার্যাবলী

আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবিচ্ছিন্ন সমুদ্র পরিবহন, অভ্যন্তরীণ নৌ-যান চলাচল নিশ্চিতকরণ, উত্তম ও সাশ্রয়ী নৌ-পরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানই নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রধান কাজ। সেবার ব্রত নিয়ে এ মন্ত্রণালয় ১২টি সংস্থার অধীনে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

নদী বন্দর, সমুদ্র বন্দর ও স্থল বন্দরসমূহের ব্যবস্থাপনা, বাতিঘর ও বয়াবাতি ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ণ ও সংরক্ষণ। নাব্যতা রক্ষাকল্পে নৌ-পথ ড্রেজিং, নিরাপদ নৌ-চলাচলের জন্য বয়া লাইটেড নির্দেশিাক ও পিসি পোল স্থাপন। নৌ-বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও সহযোগিতা, অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন ও জাহাজ চলাচল, মেরিন সার্ভিসেস এবং নিরাপদ নৌ- চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌ-পথের নাব্যতা উন্নয়ণ ও সংরক্ষণ প্রধান কার্যাবলীর আওতাভুক্ত। যান্ত্রিক নৌ-যান ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ, নৌ-যান সার্ভে ও রেজিস্ট্রেশন, সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল ও নেভিগেশন। নৌ-বাণিজ্য জাহাজ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, মূল ভূখন্ড ও দ্বীপসমূহের মধ্যে এবং অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, জাহাজ চলাচল ও নেভিগেশন সম্পর্কিত আইন প্রণয়ণ। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং বিভিন্ন দেশ ও বিশ্ব সংস্থার সাথে চুক্তি ও স্মারক সম্পর্কিত বিষয়াদি গুরুত্বের সাথে সম্পন্ন করা হয়।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমুদ্র বন্দর। দেশের মোট আমদানী-রপ্তানী ৯২ শতাংশ এই বন্দরের মাধ্যমে হ্যান্ডলিং করা হয়ে থাকে। দেশের অর্থনীতিতে এই বন্দরের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দেশের সব স্থলবন্দর পরিচালিত হয়। স্থল পথে ভারত, মায়ানমার এর সাথে যাত্রী পরিবহন ও মালামাল আমদানী-রপ্তানীতে স্থল বন্দর সমূহের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেনাপোল স্থলবন্দর দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্ব অবদান রাখছে। মংলা বন্দরও আমদানী-রপ্তানীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।